সমস্বর©

৭৫ তম সংখ্যা, এপ্রিল - জুন ২০১৯

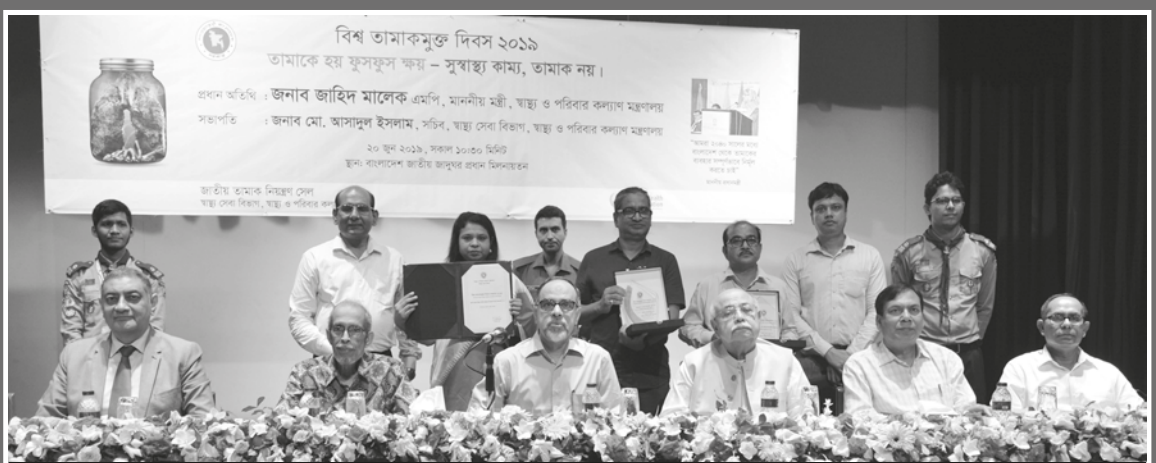

দেশব্যাপী বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০১৯ উদযাপন

তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় জোট'র পুরস্কার গ্রহণ

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে

দেশব্যাপি বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০১৯ পালিত
তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রসংশনীয় অবদানের জন্য
বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সম্মাননা' গ্রহণ

আইন ভঙ্গ করে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার;
জাপান টোব্যাকো কোম্পানির শাস্তি দাবি

কৃষির আধুনিকায়নই তামাক চাষে
নিরুৎসাহিত করবে চাষিদের: কৃষিমন্ত্রী

তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ

তামাকজাত পণ্যে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট
করারোপের দাবি

তামাকপণ্যের মোড়কের ৯০ শতাংশ জুড়ে সচিত্র
স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ জরুরী

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে দেশের বিভিন্ন
স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

তামাকজাত দ্রব্যে কর বৃদ্ধি কার্যক্রমে আগাম প্রস্তুতি
নিতে হবে-স্বাস্থ্য সচিব মো. আসাদুল ইসলাম

প্রবন্ধ

কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি'র অনুচ্ছেদ ৫.৩
চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ৯০ শতাংশ এলাকা
জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের প্রয়োজনীয়তা

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি
সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য
হেলাল আহমেদ
আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ
ফোন: ৮৮০২-৯১৪৪৯৮০, ০১৭১৩০১৪৪১২

**তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে
জাতীয় তামাক কর নীতি
প্রনয়ণ করা হোক**

তামাকের বিনিয়োগ উন্নয়নের অন্তরায়

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অনেক সম্ভাবনাময় খাত থাকতেও তামাকের মত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিধ্বংসী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে তৎপর বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো। উন্নত বিশ্বে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্য নিয়ন্ত্রণে কড়া নিয়মাবলীর কারণে সুবিধা করতে না পেরে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর দিকে নজর দিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। গত বছর সাড়ে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকায় 'আকিজ গ্রুপ' এর তামাক ব্যবসা কিনে নেয় 'জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল'। বেসরকারি খাতে যা এ যাবৎকালের মধ্যে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বিদেশী বিনিয়োগ। কোনভাবেই তামাক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি দেশ ও জনগণের মঙ্গল সাধন করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, তামাকের বিনিয়োগ জাতীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস্) ২০১৭ এর তথ্যমতে, বাংলাদেশে ৩৫.৩% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব) তামাক ব্যবহার করে। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪৮ শতাংশ তামাক ব্যবহার করে।

দেশের বেসরকারী খাতে জাপান টোব্যাকো বিনিয়োগের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জনের পথ সুগম করেছে। আবার দায়বদ্ধতার অজুহাতে দেশে ক্যান্সার নিরাময়ে হাসপাতাল ও অবকাঠামো নির্মাণেও বিনিয়োগ করছে জাপানি কিছু কোম্পানি। এ যেন 'গরু মেরে জুতা দান'। দেশে তামাক ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে মানুষের হাতে মৃত্যু শলাকা তুলে দিয়ে মুনাফা অর্জন করছেন, আবার অসুস্থ্য ব্যক্তির চিকিৎসায় হাসপাতাল নির্মাণ করছেন। বলা বাহুল্য, দীর্ঘমেয়াদী ক্যান্সার ও এ ধরনের রোগের চিকিৎসা ব্যয় অনেক বেশী এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিরাময়যোগ্য নয়।

বাংলাদেশে শুধু তামাক ব্যবসায় নয়, তামাক নিয়ন্ত্রণেও বিনিয়োগ করছে তামাক কোম্পানিগুলো! সম্প্রতি, ফাউন্ডেশন ফর স্মোক ফ্রি ওয়ার্ল্ড (এফএসএসডাব্লিউ) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাককে ৬৪ হাজার ১১৫ মার্কিন ডলার অনুদান দেয়। মূলত, যুক্তরাষ্ট্রের তামাক প্রক্রিয়াজাত কোম্পানি ফিলিপ মরিস ইন্টারন্যশনালের (পিএমআই) সহায়তায় কার্যক্রম পরিচালনা করে এফএসএসডাব্লিউ। তামাক বিরোধীদের প্রচেষ্টায় বিষয়টি ব্র্যাকের নজরে আনা হলে এই বিশাল অঙ্কের অনুদান ফিরিয়ে দেয় ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও আরো নানানভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এধরনের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও সার্বিক উন্নয়নের অন্তরায়।

বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)তে স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তির অনুচ্ছেদ ৫.৩ কে তামাক কোম্পনির আগ্রাসন থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণকে বাঁচানোর 'রক্ষাকবচ' বলা হয়ে থাকে। তামাক নিয়ন্ত্রণের সুরক্ষায় এফসিটিসি এর এই আর্টিক্যালটির যথোপোযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতে অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন ও কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন জরুরী। যেখানে সুনির্দিষ্টভাবে তামাক কোম্পানির সাথে রাষ্ট্রর বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার বিষয়গুলো উল্লেখ থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, কল্যাণ ও উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তামাক কোম্পানিগুলোর বাজার সম্প্রসারণের কূট কৌশল প্রতিহত করে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেবার কোন বিকল্প নেই।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০১৯ পালিত

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে অতিথি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম (বাম থেকে চতুর্থ), জাতীয় অধ্যাপক ব্রি. (অব.) আব্দুল মালিক (ডান থেকে তৃতীয়), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি'র সভাপতি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উপদেষ্টা মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু (বাম থেকে তৃতীয়), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি বারদান জাং রানা (ডান থেকে দ্বিতীয়), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. সাইদুর রহমান (বাম থেকে প্রথম)। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস সম্মননা প্রাপ্ত এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ (ডান থেকে প্রথম)। পিছনের সারীতে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র সমন্বয়কারী (যুগ্ম-সচিব) মো. খায়রুল আলম সেখ (ডান থেকে দাড়িয়ে দ্বিতীয়)। সম্মাননা হাতে দাড়িয়ে নীলফামারী তামাক নিয়ন্ত্রণ জেলা প্রশাসক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি নাজিয়া শিরীন (ডান থেকে দাড়িয়ে তৃতীয়), বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), নীলফামারী সিভিল সার্জন ডা. রণজিৎ কুমার বর্মন (বাম থেকে তৃতীয়)।

সৈয়দা অনন্যা রহমান॥ 'তামাকে হয় ফুসফুস ক্ষয়; সুস্বাস্থ্য কাম্য, তামাক নয়' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ২০ জুন ২০১৯ পালিত হলো 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের কর্মসূচি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিবসটি উপলক্ষ্যে পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর উদ্যোগে ২০ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হতে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়ে জাতীয় যাদুঘরে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্র শেষে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে সম্মাননা প্রদান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক বিগ্রেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতির সভাপতি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি বারদান জাং রানা, এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. সাইদুর রহমান প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংগঠন পর্যায়ে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ব্যক্তি পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ এবং নীলফামারী তামাক নিয়ন্ত্রণ জেলা টাস্কফোর্স কমিটিকে "বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস সম্মাননা ২০১৯" প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম মনোনিত ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট তুলে দেন।

আলোচনা সভায় জাতীয় **অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল মালিক** বলেন, তামাক মানব জাতির জন্য একটি অভিশাপ। তামাক ব্যবহারে মানুষ হৃদরোগ,স্ট্রোক, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুহার কমানো এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ জরুরী। তামাকের চাষ নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমান্বয়ে বন্ধে সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস সম্মাননা গ্রহণ করছেন এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ।

জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি'র সভাপতি ও তামাক বিরোধী জোট'র উপদেষ্টা **মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু** বলেন, মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী হয়েছে বলেই বর্তমানে তামাকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচিতে লোকসমাগম হচ্ছে এবং মানুষ স্বত:স্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছে। বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। সকলে মিলে কাজ করলে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব।

নীলফামারী তামাক নিয়ন্ত্রণ জেলা টাস্কফোর্স কমিটির পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করছেন জেলা প্রশাসক নাজিয়া শিরীন ও সিভিল সার্জন ডা. রণজিৎ কুমার বর্মণ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক **অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ** বলেন, তামাকের কারণে সারা বিশ্বে প্রতি চার সেকেন্ডে একজন মানুষ মারা যায়। তামাক থেকে আমরা যে পরিমান রাজস্ব পাই তার চাইতে স্বাস্থ্য ক্ষতি অনেক বেশি। সার্বিক দিক বিবেচনায় সরকার তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ ও জনগণকে তামাক সেবনে নিরুৎসাহিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমেও তামাক নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র পক্ষ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করছেন জোট'র উপদেষ্টা মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু।

সভাপতির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের **সচিব মো.আসাদুল ইসলাম** বলেন, সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে চলমান তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আরো সুদৃঢ় ও গতিশীল করতে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হয়। এবছর যারা তামাক বিরোধী সম্মাননা গ্রহণ করেছেন আশা করি, তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এগিয়ে নিতে আরো দৃঢ় ভূমিকা পালন করবেন। সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে তামাক বিরোধী আন্দোলন সফল হবে বলে আমি আশাবাদী।

কর্মসূচিতে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জেলা সিভিল সার্জন অফিস-ঢাকা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-বাংলাদেশ, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস-বাংলাদেশ, দি ইউনিয়ন, সিটিএফকে, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও সংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো দিবসটি উদযাপন করে আসছে। প্রতিবছর ৩১ মে বিশ্বব্যাপী তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশে এবার অনিবার্য কারণে তা পিছিয়ে ২০ জুন, ২০১৯ পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়, 'তামাকে হয় ফুসফুস ক্ষয়; সুস্বাস্থ্য কাম্য, তামাক নয়'।

আইন ভঙ্গ করে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার; জাপান টোব্যাকো কোম্পানির শাস্তি দাবি

শুভ কর্মকার॥ সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে জাপান টোব্যাকো কোম্পানি আইন লঙ্ঘণের প্যাশাপাশি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইমেজ ব্যবহার করে তরুণদের তামাক ব্যবহারে আকৃষ্ট করার অপচেষ্টা শুরু করেছে। তামাক কোম্পানির এমন আগ্রাসী কার্যক্রম সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রতি চ্যালেঞ্জ। আইনভঙ্গ করে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদানের দায়ে জাপান টোব্যাকো কোম্পানির বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। ৩০ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত ২১টি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে এই দাবি জানানো হয়। সমাবেশ শেষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এছাড়াও একই দিনে সারা দেশে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে স্থানীয় তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, "জাপানিজ কোয়ালিটি" স্লোগান, বিক্রয় কর্মীদের টি-শার্টে কোম্পানির ব্রান্ড কালার ও লোগো ব্যবহার, ভ্যান গাড়ীতেও ব্রান্ড কালার, স্লোগান ব্যবহার করছে জাপান টোব্যাকো কোম্পানি। এছাড়াও জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের পরিবেশনায় নির্মিত অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেশের শীর্ষ স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রচার এবং সংশ্লিষ্ট ভিডিও বিভিন্ন ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। যা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘণ এবং শাস্তিযোগ্য আপরাধ। উক্ত আইনের ধারা-৫ ভঙ্গের প্রেক্ষিতে এক ১ লাখ টাকা অর্থদন্ড এবং তিন (৩) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান রয়েছে।

বক্তারা আরো বলেন, এ সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা ও সঙ্গীত শিল্পী তাহসান খান যোগ দিয়েছেন তামাক কোম্পানির অর্থায়নে পরিচালিত এই কার্যক্রমে। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়, আইন লঙ্ঘণ করে জনপ্রিয় শিল্পীর এ ধরনের কার্যক্রম তরুণ প্রজন্মকে তামাকজাত পণ্য সেবনে আরো উদ্বুদ্ধ করবে।দেশের জনপ্রিয় অভিনেতা ও সঙ্গীত শিল্পীদের গণমানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকা প্রয়োজন।

শিল্পীদের জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন পন্যের প্রসারে বা ব্রান্ড প্রমোশনে কাজ করা অত্যন্ত দু:খজনক। তাহসান খানকে জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে এই কর্মকান্ড হতে নিজেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়ার আহবান জানানো হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে জাপান টোব্যাকোসহ সকল তামাক কোম্পানির প্রচারণা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সংগঠনগুলো নিম্নোক্ত দাবীগুলো তুলে ধরে;

- অনতিবিলম্বে জাপান টোব্যাকোর প্রচার-প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন বন্ধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করা;
- প্রতিটি এলাকায় পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, ডেলিভারি ভ্যানসহ নানাভাবে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে তা অপসারণের নির্দেশনা প্রদান করা;
- আইন লঙ্ঘণ করে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারে জাপান টোব্যাকো কোম্পানি, কোম্পানির এজেন্ট/ডিলার/স্থানীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করা;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং দ্বিতীয়বার একই অপরাধের ক্ষেত্রে আইন অনুসারে দ্বিগুণ জরিমানা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) এর সমন্বয়কারী সাঈদা আখতার, দি ইউনিয়নে কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস-বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন শেখ, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মাকসুদ, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ, নাটাবের প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম খলিল উল্লাহ, ইপসা'র প্রোগাম ম্যানেজার মো. নাজমুল হায়দার, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, প্রজ্ঞার কর্মকর্তা মো. মনোয়ার হোসেন, সুপ্র'র প্রকল্প সমন্বয়কারী মোহাম্মদ হাসনাইন, একাত্তর ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা: খালেদ শওকত আলী, ভয়েজ এর হেড অব প্রোগ্রাম আজমল হোসেন, এইড ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক, টিসিআরসি'র তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মহিউদ্দিন রাসেল, ঢাকা আহসানিয়া মিশনের প্রকল্প কর্মকর্তা অদুত রহমান, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা আহমদ খাইরুল আবরার প্রমুখ। কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকার।

কৃষির আধুনিকায়নই তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করবে চাষিদের

-তামাক বিরোধী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী

তামাক বিরোধী জাতীয় প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে 'সেমিনার ও তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৯' শীর্ষক অনুষ্ঠান ১২ মে আগারগাঁওয়ে পিকেএসএফের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফের সভাপতি ড. খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ডা. আবদুল মালিক ও কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানে তামাক বিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি উদ্যোগ, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসহ চারজনকে বিশেষ পদক প্রদান করা হয়। ব্যক্তি উদ্যোক্তা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), গবেষণা/প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি-কে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৯ প্রদান করা হয়। এছাড়াও তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত গবেষণামূলক কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদানে তরুণ গবেষক সৈয়দা সাজিয়া আফরোজ রুম্পা-কে 'বিশেষ সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

তামাক বিরোধী জাতীয় প্ল্যাটফর্ম-এর সমন্বয়কারী ডা. মাহফুজুর রহমান ভূঁঞা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে 'তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প আয় বর্ধনমূলক ফসল উৎপাদন' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ড. শরীফ আহমদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথীর বক্তব্যে **কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক** বলেন, 'তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে প্রতিবছর প্রাপ্ত রাজস্বের চাইতে তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত মানুষের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় হচ্ছে অনেক বেশি। রাজধানীতে বসবাসকারী নাগরিকগণ সঠিকভাবে তাদের ট্যাক্স দিলে তামাক কোম্পানির এই ট্যাক্স পরিহার করা সহজ হবে এবং তামাক উৎপাদন ও সেবন বন্ধ করা যাবে। পাশাপাশি তামাকের বিকল্প ফসল চাষে কৃষকদের উৎসাহিত এবং উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা জরুরী। কৃষিকে সত্যিকার অর্থে বাণিজ্যিক কৃষি, আধুনিক কৃষি করা গেলে ২০৪০ সালের আগেই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়া যাবে। সামগ্রিক অর্থে কৃষির আধুনিকায়নই তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করবে চাষিদের।

প্রবন্ধে বলা হয়, বিশ্বের তামাক উৎপাদনকারী ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। প্রথম অবস্থানে আছে চীন। বাংলাদেশে তামাক উৎপাদনকারী জেলার মধ্যে প্রথম হচ্ছে কুষ্টিয়া। তামাক চাষের নিবিড়তা ২০০৬ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৪৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২১৩ শতাংশ হয়েছে যা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেজনক। তামাক উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করা গেলে দারিদ্রের দুষ্টচক্র ভেঙে কৃষি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করা সম্ভব হবে।

ধূমপানমুক্ত পরিবেশে পহেলা বৈশাখ উদযাপন

বাঙ্গালী জাতির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। চৈত্রসংক্রান্তির মাধ্যমে পুরোন সালকে বিদায় জানিয়ে বাংলা বর্ষপঞ্জিতে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে বর্ণিল উৎসবে মেতে ওঠে সারা দেশ। রাজধানীসহ দেশ জুড়ে বর্ষবরণের নানা আয়োজনে জনসাধারণে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে পাবলিক প্লেসগুলো। জনসমাগমস্থলগুলোতে অধূমপায়ীদের পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় পহেলা বৈশাখ উদযাপন স্থলগুলো ধূমপানমুক্ত ঘোষণা ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। এ বছর বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উপলক্ষে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানস্থল ধূমপানমুক্ত রাখতে নিরাপত্তা

কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। অনুষ্ঠান স্থলগুলোতে ডিএমপি'র কন্ট্রোল রুম থেকে একাধিকবার মাইকিং করে নববর্ষের অনুষ্ঠানস্থলে ধূমপান থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানানো হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নির্দেশনায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন এবং ডাব্লিউ-বিবি.ট্রাস্ট সম্মিলিত উদ্যোগে অনুষ্ঠানস্থলে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন করে।

অনুষ্ঠানের আগের দিন প্রেসব্রিফিং করে ডিএমপি'র পক্ষ থেকে জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে অনুষ্ঠানস্থলে ধূমপান থেকে বিরত থাকার বিষয়টি অবহিত করে আইন অমান্যে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। উল্লেখ্য, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ২০১০ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এ উদ্যোগ করে আসছে। শুরু থেকেই কার্যক্রমে সহায়তা করে আসছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।

তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ

কাজী মো. হাসিবুল হক॥ 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য "তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের এর সভাপতিত্বে এ বিষয়ে ২৬ মে ২০১৯ সকাল ১১টায় আগারগাঁওয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ ইব্রাহীম, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র সমন্বয়কারী মো. খায়রুল আলম সেখ, এনআইএলজি পরিচালক আব্দুল মালেক, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, ঢাকা দ: সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মীর মোস্তাফিজুর রহমান, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন, সিটিএফকে'র প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ, ইপসা'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. নাজমুল হায়দার, এসিডি'র এডভোকেসী অফিসার শরিফুল ইসলাম, এইড ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা কাজী মো. হাসিবুল হক প্রমুখ।

সভায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের খসড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা তুলে ধরা হয়। উপস্থিত সকলে খসড়া নির্দেশিকার উপর মতামত প্রদান করেন। পরবর্তীতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে নির্দেশিকাটি চূড়ান্ত করা হবে বলে জানান অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের।

রাজশাহীর ৮৩ শতাংশ স্কুলের পাশে তামাকজাত পণ্য বিক্রি

রাজশাহী বিভাগের ৮৩% স্কুল ও খেলার মাঠের ১০০ মিটারের মধ্যে সিগারেটসহ তামাকজাত পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। এসব স্কুলের পাশে ক্ষুদ্র মুদি দোকান রয়েছে ৭৭%, রাস্তার পাশে তামাকের দোকান ১২%, কিয়সক ৮% এবং ভ্রাম্যমান বিক্রেতা পাওয়া গেছে ৩%।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স এর সহায়তায় ঢাকা আহসানিয়া মিশনের নেতৃত্বে এসিডি, ইপসা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এবং উবিনীগ এর যৌথ পরিচালনায় 'বিগ ট্যোবাকো টাইনি টার্গেট' শিরোনামে শিশুদের প্রতি তামাক কোম্পানির বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণে পরিচালিত জরিপের ফলাফল প্রকাশ ও করনীয় বিষয়ক অনুষ্ঠানে উপরোক্ত তথ্য তুলে ধরা হয়। ১৯ মে ২০১৯ রাজশাহীর একটি রেস্তোরায় সিটিএফকে'র সহযোগিতায় অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি আলোচনা সভা আয়োজন করে।

গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফলে বলা হয়, রাজশাহী বিভাগে ৮৬% তামাকপণ্যের দোকানে শিশুদের দৃষ্টি সমান্তরালে (Eye level) (আনুমানিক ১ মিটার) তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হচ্ছে। চকলেট এবং খেলনার দোকানের পাশে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করতে দেখা যায় ৮৬% দোকানে। রাজশাহী বিভাগের স্কুল ও খেলার মাঠের পাশে ৮৫% তামাকপণ্যের দোকানে তামাকের বিজ্ঞাপন পরিলক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে ৫২% তামাকপণ্যের দোকানে স্টিকার, ডামি প্যাকেট, ফেস্টুন/ফ্লাইয়ার দ্বারা বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হয়েছে। পোস্টারের মাধ্যমে ৪৭% দোকানে বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে অনুপ্রেরণা জোগাতে ৫৮% দোকানে বিনামূল্যে নমুনা, ৩৯% দোকানে পুরস্কার-প্রণোদনা দেওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উপ-পরিচালক ড. শরমীন ফেরদৌস চৌধুরীর সভাপতিতে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য্য ও এসিডি'র পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. চৌধুরী সারওয়ার জাহান সজল, রাজশাহী সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. কামরুল হাসান।

ড. শরমীন ফেরদৌস চৌধুরী বলেন, রাজশাহীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নোটিশের মাধ্যমে এর আশেপাশে তামাকজাত পণ্য বিক্রি বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে। এছাড়া আমরা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে পারি।

শিশু, কিশোর ও যুবসমাজকে তামাক ও ধূমপানে নিরুৎসাহিত করা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষায় তামাক কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন কূট-কৌশল বন্ধে এসিডি'র পক্ষ থেকে সভায় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের নিকট বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ১৮ শতাংশ দোকানে তামাক পণ্যের স্টিকার

১৮ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত জরিপের ফলাফল প্রকাশের অনুষ্ঠানে জানানো হয়- দেশে তামাক বিক্রি হয় এমন দোকানগুলোর ১৮ শতাংশে তামাকজাত পণ্যের স্টিকার, ১৪ শতাংশ দোকানে পোস্টার, ৮ শতাংশে ব্র্যান্ডিং চিহ্ন এবং ১ শতাংশ দোকানে ব্যানার রয়েছে। উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ অনুযায়ী তামাকজাত পণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে কোন বিজ্ঞাপন প্রদর্শন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের কর্তৃক পরিচালিত জরিপের ফলাফল তুলে ধরেন সংস্থাটির প্রোগ্রাম অফিসার ডা. আহমাদ খায়রুল আবরার। 'ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ (সিটিএফকে)-এর কারিগরি সহযোগিতায় জরিপটি পরিচালনা করা হয়। জরিপ ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সাবেক সমন্বয়কারী মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস প্রমূখ। এছাড়াও তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, সংবাদ কর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গবেষণা ফলাফলের প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, জনগণের মাঝে তামাকের ব্যবহার কমাতে আইন অনুযায়ী সব ধরনের তামাক পণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ। কিন্তু, তামাক কোম্পানিগুলোর ফাঁদে পড়ে সাধারণ ব্যবসায়ীরা অনেক সময় না জেনে-বুঝেই তাদের দোকানে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচার করছেন।

বক্তারা আরো বলেন, তরুণ প্রজন্মকে তামাকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। এজন্য আইন পাশাপাশি আইন লঙ্ঘনের দায়ে বিক্রেতাদের চাইতে সংশ্লিষ্ট তামাক কোম্পানিগুলোকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট করারোপ ও সিগারেটের মূল্যস্তর দুই স্তরে নামিয়ে আনার দাবী

শারমিন আক্তার॥ বাংলাদেশে সিগারেটের বহুস্তর বিশিষ্ট কর-কাঠামো চালু থাকায় বাজারে অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য সিগারেট পাওয়া যায়। ফলে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে ভোক্তা তুলনামূলকভাবে কমদামি সিগারেট বেছে নিতে পারছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিগারেটের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে প্রায় একইরকম রয়েছে। এছাড়া করের ভিত্তি এবং কর হার খুবই কম হওয়ায় বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য (জর্দা ও গুল) সহজলভ্য থেকে যাচ্ছে। তামাকের ব্যবহার কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য বাড়ানো।

মানুষকে তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে ২০১৯-২০ সালে কর বৃদ্ধি, সিগারেটের মূল্যস্তর ৪টি থেকে কমিয়ে ২টি নির্ধারণ করা; করারোপের ক্ষেত্রে নিম্ন ও মধ্যম স্তরকে একত্রিত করে একটি মূল্যস্তর (নিম্নস্তর) এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরকে একত্রিত করে আরেকটি মূল্যস্তরে (উচ্চস্তর) নিয়ে আসা; নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারটের খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৬০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা এবং উচ্চস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ন্যূনতম ১০৫ টাকা নির্ধারণ করে ৬৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং সকল ক্ষেত্রে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটে ৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এছাড়া বিড়ির মূল্য বিভাজন তুলে দিয়ে ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৩৫ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৬ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ২৮ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক এবং ৪.৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য (জর্দা ও গুল)-র ক্ষেত্রে ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বিলুপ্ত করে সিগারেট ও বিড়ির ন্যায় 'খুচরা মূল্যের' ভিত্তিতে করারোপ করা; প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৩৫ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার উপর ৫ টাকা ও প্রতি ১০ গ্রাম গুলের উপর ৩ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার সুপারিশ করা হয়।

১৬ এপ্রিল ২০১৯, মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট করারোপ ও সিগারেটের মূল্যস্তর কমানোর দাবীতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা এই দাবী জানান। অর্থনৈতিক গবেষনা ব্যুরো-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট সম্মিলিতভাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও অর্থনৈতিক গবেষনা ব্যুরো এর ফোকাল পার্সন ড. রুমানা হক।

বক্তারা বলেন এ সুপারিশ বাস্তবায়ন হলে প্রায় ৩.২ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবে।

সিগারেটের ব্যবহার ১৪% থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় ১২.৫% এবং বিড়ির ব্যবহার ৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ৩.৪% হবে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদে ১ মিলিয়ন বর্তমান ধূমপায়ীর অকালমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে । এ প্রস্তাবনাটি বাস্তবায়ন হলে ৬ হাজার ৬৮০ কোটি থেকে ১১ হাজার ৯৮০ কোটি টাকার মধ্যে (জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ পর্যন্ত) অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে। এই অতিরিক্ত রাজস্ব তামাক ব্যবহারের ক্ষতি হ্রাস, অকালমৃত্যু রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে ব্যয় করা সম্ভব হবে।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের আলোকে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন, দি ইউনিয়ন এর কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর পরিচালক গাউস পিয়ারী এবং নাটাব এর প্রকল্প সমন্বয়কারী খলিল উল্লাহ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

পাবনা জেলা তামাকমুক্ত করার উদ্যোগ

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও তামাকমুক্ত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নীতিমালার আলোকে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় ধোঁয়াবিহীনসহ সকল তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্বারোপ করে সরকারী স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহ তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে উবিনীগ ও তামাক বিরোধী নারী জোট। কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ১৪ মে, ২০১৯ ঈশ্বরদী উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের অডিটরিয়ামে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আহাম্মদ হোসেন ভূঁইয়া'র সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথী ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (যুগ্ম-সচিব) মো. খায়রুল আলম সেখ। এছাড়াও পাবনা'র ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. কে এম আবু জাফর, ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এফ এ আসমা খানম, সিটিএফকে'র গ্র্যান্টস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিয়া প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উবিনীগ এর নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আখতার ও তাবিনাজের সমন্বয়ক সাইদা আখতার।

তামাকের কর বাড়াতে প্রত্যাশা'র আয়োজনে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা ও শিশুদের পতাকা মিছিল

বাজেটে সিগারেটসহ সকল তামাকজাত পণ্যের ওপর শতভাগ কর বাড়ানোর দাবিতে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করেছে প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। ১৫ জুন শনিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ। চলচ্চিত্র পরিচালক ছট্কু আহমেদ, সিটিএফকে'র মূখ্য পরামর্শক শরীফুল ইসলাম, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, মাদক বিরোধী ফেডারেশনের কর্মকর্তা আশরাফুল আলম কাজল, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমানসহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন।

হাত খরচার টাকা দিয়ে শিশুরা যাতে বিড়ি-সিগারেট কিনতে না পারে সেজন্য বাজেটে তামাকের উপর উচ্চহারে করারোপের দাবীতে 'প্রত্যাশা' মাদক বিরোধী সংগঠনের উদ্যোগে রাজধানীর গেন্ডারিয়া এলাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা তামাক বিরোধী পতাকা মিছিল করে।

ঢাকা দক্ষিণের ৪৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল কাদিরের নেতৃতে ৫ মে ২০১৯

গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গেন্ডারিয়া কলোনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোব্বাদ সরদার বিদ্যালয়সহ আশেপাশের ১০টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তামাক বিরোধী পতাকা মিছিলটি সাঈদ খোকন সেন্টার হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা'র সাধারন সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল কাদিরসহ স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ। মিছিল শেষে শিক্ষার্থীরা ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা **"কর বাড়ান তামাকের-জীবন বাঁচান আমাদের"** শীর্ষক ব্যানারে গণস্বাক্ষর করে।

তামাকজাত পণ্যে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবি

২০১৯-২০ বাজেটে সকল প্রকার তামাকজাত পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার দাবিতে ১৭ জুন ২০১৯ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সামনে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, এসিডি, ইপসা, তাবিনাজ, সুপ্র, বিটা, প্রজ্ঞা, ব্যুরো অব ইকনোমিক রিসার্চ, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, নাটাব, প্রত্যাশা, টিসিআরসি, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, বিসিসিপি, এইড ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের যৌথভাবে কর্মসূচি আয়োজন করে। উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন জেলাতেও একই দাবীতে একযোগে উক্ত কর্মসূচি পালিত হয়।

বাজেট প্রতিক্রিয়া
বাজেটে তামাকের মূল্য বৃদ্ধি হতাশাজক

সৈয়দ সাইফুল আলম॥ প্রস্তাবিত ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি নিম্নস্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের দাম মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে এক শলাকা সিগারেটের দাম বৃদ্ধি পাবে মাত্র ২০ পয়সা। এটা খুবই হতাশাজনক। অথচ ধূমপায়ীর মধ্যে ৭২% এই স্তরের ভোক্তা। এমন হারে দাম বৃদ্ধি করে মানুষকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করা যাবে না। ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়বে দেশের মানুষ।

২৩ জুন, ২০১৯ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি এবং নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি আয়োজিত এক সেমিনারে এই আশঙ্কার কথা জানান জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় তামাক কর ও বাজেট বিষয়ক লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আব্দুল্লাহ। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন নাটাবের নির্বাহী পরিচালক কামাল উদ্দিন, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস-বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার নাসির উদ্দিন সেখ প্রমূখ।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে তামাক বিরোধীদের প্রস্তাবনা অনুসারে তামাকের কর বাড়ালে প্রায় ৩ দশমিক ২ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহী হতেন। সিগারেটের ব্যবহার ১৪ থেকে হ্রাস করে সাড়ে ১২ শতাংশে আনা সম্ভব হতো, দীর্ঘমেয়াদে ১ মিলিয়ন (বর্তমান ধূমপায়ীর) অকাল মৃত্যুরোধ করা সম্ভব হতো।

বাজেটে মধ্যম, উচ্চ এবং প্রিমিয়াম স্তরে সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ অপরিবর্তিত রেখে ১০ শলাকা সিগারেটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৩ টাকা, ৯৩ টাকা এবং ১২৩ টাকা। আর নিম্নস্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের দাম মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করে ৩৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা অপ্রত্যাশিত। প্রস্তাবিত বাজেটে করারোপের ফলে আরোপিত সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত থাকায় এবং কোম্পানির সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ না করায় এর একটা বড় অংশ কোম্পানির ঘরে উঠবে। সরকারের এই পদক্ষেপের কারণে কোম্পানিগুলোর আয় ৩১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

তামাকের কর না বাড়ায় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়বে দরিদ্র জনগণ

নিম্ন, মধ্যম, উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরে সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র মূল্য পরিবর্তন করায় বিশেষত বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানিগুলো এবারের বাজেটে ব্যাপকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। সম্পূরক শুল্ক না বাড়ানোয় সরকারের রাজস্ব বাড়ার কোনো সুযোগও থাকছে না। সরকারের এই পদক্ষেপে বিগত বছরের তুলনায় মূল্যস্তর ভেদে তামাক কোম্পানিগুলোর আয় ৩১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে।

স্তর সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখায় ভোক্তার সিগারেট স্তর পরিবর্তনের সুযোগ থেকে যাবে। এতে চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়বে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে ১৫ জুন শ্যামলীতে সংস্থার নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় উক্ত বক্তারা উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের রোগতত্ত্ব ও গবেষণার প্রধান অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, তামাক বিরোধী নারী জোটের সমন্বয়ক সাঈদা আক্তার, এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ সংবাদদাতা সুশান্ত সিনহা, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের কান্ট্রি লিড কন্সালটেন্ট মো. শরীফুল ইসলাম, কান্ট্রি ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিয়া।

এছাড়াও সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংস্তার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিহ ছিলেন।

৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উদ্যোগে কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশনের সামনে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্য অর্জনে তামাকের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের আহ্বানে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়।

“তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার ৭৮ শতাংশ” -টিসিআরসি’র গবেষণা ফলাফল প্রকাশ

ফারহানা জামান লিজা॥ দেশের ৭৮% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান হচ্ছে। কিন্তু, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি মেনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার মাত্র ২৬%। সম্প্রতি, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গবেষণায় এমন তথ্য উঠে আসে। ২৩ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

“তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা” শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রাক্তন সমন্বয়কারী অতিরিক্ত সচিব (অবঃ) মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (যুগ্ম-সচিব) মো. খলিলুর রহমান, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা হাসপাতালের এপিডেমিওলোজী বিভাগীয় প্রধান ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, সিটিএফকে’র গ্রান্টস ম্যানেজার মো. আব্দুস সালাম মিয়া, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল। টিসিআরসির সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমানের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা ফলাফলের আলোকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষণা সহকারী ও প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা।

১৯ মার্চ ২০১৬ হতে বাংলাদেশে তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হচ্ছে। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত দেশের ৮ বিভাগের ৮টি জেলায় গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় ফলাফল অনুযায়ী, ৭৮% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫০% এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের হার ৪২% থেকে ৭১% এ উন্নীত হলেও মোড়কের উভয় দিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার অসন্তোষজনক। বিড়ি-সিগারেটের কার্টুনেও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর মুদ্রণ শুরু হয়েছে। গবেষণা তথ্যানুযায়ী, বিড়ির মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ডরোল দিয়ে ঢেকে রাখার হার ৯০% থেকে কমে ৫৪% হয়েছে। তবে, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানে দীর্ঘ ৩ বছর ধরে অর্ন্তবর্তীকালীন নির্দেশনা বহাল থাকা এবং আইন ও বিধিমালা মেনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার নিয়ে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে।

বক্তারা বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী অনেক দেশ তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানে এগিয়ে রয়েছে। অথচ আমরা এখনও ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মোড়কের নিচে বা উপরে মুদ্রণের বিতর্ক করছি। এ থেকে উত্তোরণের সময় হয়েছে। এ সমস্যার সমাধানে মোড়কের ৯০% এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান জরুরী। এছাড়া বিড়ি, জর্দা ও গুলের ক্ষেত্রে মোড়ক ও সাইজের ভিন্নতা, মানসম্মত মোড়ক না থাকা, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের উপযুক্ত মোড়ক না করা, অতি ছোট মোড়কসহ বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতার সমাধানে অভিন্ন মোড়ক (Uniform Packaging) প্রবর্তনে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিকবৃন্দ ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

তামাকপণ্যের মোড়কের ৯০ শতাংশ জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ জরুরী

মো. মহিউদ্দিন॥ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন অন্যতম একটি কার্যকর পন্থা। আর এই ধারা বাস্তবায়নে তামাকপণ্যের মোড়কের ৯০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর কোন বিকল্প নেই। ১১ এপ্রিল ২০১৯ টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্স সেল (টিসিআরসি) এর উদ্যোগে বিএমএ ভবনের শহীদ ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন সভাকক্ষে “তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ৯০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রয়োজনীয়তা” শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেলের সমন্বয়কারী (যুগ্ম সচিব) মো. খলিলুর রহমান সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রাক্তন সমন্বয়কারী (যুগ্ম-সচিব, অবসর প্রাপ্ত) মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস। টিসিআরসি’র সদস্য সচিব ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. বজলুর রহমান এর সঞ্চালনায় সভায় মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প কর্মকর্তা ও গবেষণা সহকারী ফারহানা জামান লিজা।

প্রবন্ধে বলা হয়, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামাক ব্যবহারকারীদের সতর্ক করার ক্ষেত্রে এবং মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে দ্রুত কাজ করে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশই বড় আকারের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন এবং প্লেইন প্যাকেজিং এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ, এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ হওয়া সত্ত্বেও তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানে পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল ও ভারতের চাইতে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ।

এছাড়া তামাক কোম্পানিগুলো সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের আগে থেকেই ছবি উপরে বা নিচে দেওয়া নিয়ে যে অপকৌশল অবলম্বন করে আসছে, ৯০% সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তার স্থায়ী সমাধান হতে পারে। এসব দিক বিবেচনা করলে বোঝা যায়, মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর পরিধি ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা আবশ্যক হয়ে উঠেছে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার মীর নবীন একরাম, নাটাবের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. খলিল উল্লাহ, ঢাকা আহসানিয়া মিশনের প্রকল্প কর্মকর্তা অদূত রহমান ইমন, এইড ফাউন্ডেশনের এডভোকেসী অফিসার আবু নাসের অনীক, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা মো. আবরার, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট’র প্রতিনিধি মাসুম বিল্লাহ ভূঞা প্রমূখ। এছাড়াও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

তামাকের কর বৃদ্ধিতে সংসদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময়

"জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ; মাননীয় সংসদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময়" সভা ১১ জুন, ২০১৯ সকালে ঢাকা ক্লাবের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ- ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি, টোব্যাকো কন্টোল এন্ড রিসার্চ সেল এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট যৌথভাবে সভার আয়োজন করে। জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি'র সভাপতি মোজাফ্ফর হোসেন পল্টুর সভাপতিত্বে ১২ জন জাতীয় সংসদ সদস্যসহ সরকারী-বেসরকারী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে বিভাগীয় কর্মশালা

বাপ্পা রাজ দাস॥ ১৩ জুন ২০১৯ রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে "তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর কার্যকর বাস্তবায়নে করণীয়" শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দি ইউনিয়নের সহায়তায় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, এসিডি এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গবেষণা সেল টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্স সেল যৌথভাবে কর্মশালা আয়োজন করে।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (যুগ্ম-সচিব) মো. খায়রুল আলম সেখ এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার নূর-উর-রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত রাজশাহী জেলা প্রশাসক এস এম আব্দুল কাদের ও বিভাগীয় কমিশনার জাকির হোসেন। বক্তব্য রাখেন দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল প্রমূখ।

কর্মশালায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী এবং তামাক নিয়ন্ত্রন আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে টিসিআরসির সদস্য সচিব ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. বজলুর রহমান ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন।

বিভাগীয় কমিশনার **নূর-উর-রহমান বলেন,** প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে ২০৪০ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে সকলকে এক যোগে কাজ করতে হবে। এজন্য রাজশাহী বিভাগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সফল বাস্তবায়নে সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মনিটরিং ও আইন লঙ্ঘণের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রদান শুরু হয়। কিন্তু, তামাক কোম্পানিগুলো আইন অনুযায়ী এ সতর্কবাণী প্রদান করছে না। সঠিক মনিটরিংয়ের অভাবে এখনও অনেক কোম্পানি আইন লঙ্ঘণ করে চলেছে। আইন লঙ্ঘণকারী তামাক কোম্পানিগুলোকে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

রাজশাহী বিভাগের ৮ টি জেলার সকল অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সিভিল সার্জন, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের বিদ্যমান দূর্বলতা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী বিষয়ক মতবিনিময় সভা ২৪ এপ্রিল ২০১৯ তোপখানা রোডে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল ও টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল'র যৌথ আয়োজনে উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মোঃ হাবিবুর রহমান খান। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন টিসিআরসি'র সভাপতি ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী (এম.পি)। এছাড়াও তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সভার আলোচ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।

তামাক পণ্যের মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বৃদ্ধিতে সমর্থন জানাতে ২৯ এপ্রিল ২০১৯ টিসিআরসি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধি দল সংসদ সদস্য ড. মো. আব্দুস শহীদ এম.পি এর সাথে স্বাক্ষাৎ করেন।

জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০১৯ উৎযাপনের চিত্র:

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০১৯ শোভাযাত্রায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ বিভিন্ন সংগঠন আলাদা ব্যনার-ফেস্টুনসহ স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। কমসূচির উল্লেখযোগ্য কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো;

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর সাথে তামাক বিরোধী সংস্থার প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

২৯ মে ২০১৯ সকালে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসন এম.পি এর সাথে বেসরকারী পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল স্বাক্ষাৎ করে। স্বাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি, তামাক কোম্পানীগুলোর আইন লঙ্ঘণ, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসক সম্মেলনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। জনপ্রতিনিধি হিসাবে জনগণের স্বার্থেই তামাক নিয়ন্ত্রণে তার সহায়তা থাকবে বলে প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস প্রদান করেন ফরহাদ হোসেন।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও অর্থনৈতিক গবেষনা ব্যুরো এর ফোকাল পার্সন ড. রুমানা হক, ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

বিএসটিআই'র সহকারী পরিচালকের সাথে টিসিআরসি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

১৮ জুন ২০১৯ টিসিআরসি'র একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনিস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর সহকারী পরিচালক (সিএম) কে. এম. হানিফ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে অবৈধভাবে বিএসটিআই-এর লোগো দেওয়া সর্ম্পকে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে তাকে অবহিত করার পাশাপাশি তামাক পণ্যের মোড়কের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

প্রতিনিধি দলে টিসিআরসি'র গবেষণা সহকারী ও প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা ও মো. মহিউদ্দিন এবং জুনিয়র অফিসার (এ্যাডভোকেসি ও মিডিয়া) বাপ্পা রাজ দাস উপস্থিত ছিলেন।

কে. এম. হানিফ জানান, তামাকজাত পণ্য বিএসটিআই এর সেচ্ছাসেবী পণ্যের তালিকাভুক্ত থাকায় ৪টি জর্দ্দা কোম্পানি বিএসটিআ এর অনুমোদন নিয়েছিল যা প্রায় ৩ বছর আগেই মেয়াদকাল শেষ হয়েছে। এর মধ্যে একটি কোম্পানি পূনরায় অনুমোদনের আবেদন জানালেও তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্য তারা আর অনুমোদন দিবে না মর্মে বিএসটিআই সিদ্ধান্ত নেয়। এর পরেও যারা বিএসটিআই-এর লোগো অবৈধভাবে তাদের মোড়কে মুদ্রণ করবে তাদের বিরুদ্ধে বিএসটিআই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

দেশব্যাপি বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০১৯ পালিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনে দেশব্যাপি বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০১৯ পালন করা হয়েছে। "তামাকে হয় ফুসফুসে ক্ষয়, সু-স্বাস্থ্য কাম্য, তামাক নয়" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর দিবসটি পালন করা হয়েছে।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনসিডিসি) এর সহায়তায় জেলা প্রশাসন, জেলা সিভিল সার্জন অফিস, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ, তামাক নিয়ন্ত্রণে জেলা/উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি এবং স্থানীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠনসমূহের উদ্যোগে দিবসটি উদযাপনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা/সেমিনার, মানববন্ধন, শোভাযাত্রা, লিফলেট ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ৩১ মে দিনটিকে 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস' হিসাবে পালন করা হলেও বাংলাদেশে এবছর কারণবশত ২০ জুন তারিখে পালিত হয়। উক্ত সময়কালে যথাসময়ে জোট'র সচিবালয়ে প্রাপ্ত তামাকমুক্ত দিবস পালনের সংবাদসমূহ গ্রন্থণা করেছেন **মো. আবু রায়হান**।

নারায়নগঞ্জ, ঢাকা॥ *জেলা সিভিল সার্জন অফিসের উদ্যোগে ২০জুন শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।*

রাজৈর মাদারীপুর ॥ প্রদেশ সংস্থার উদ্যোগে ২০ জুন বিকালে মাদারীপুরের বাজিতপুর ইউনিয়নে তামাক বিরোধী লিফলেট ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করনে বাজিতপুরের ৮নং ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বাবু নেপাল ভক্ত, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবু হরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, প্রদেশ এর নির্বাহী পরিচালক অনাদী কুমার মন্ডল প্রমূখ।

জামালপুর॥ জামালপুর জেলা প্রশাসন ও সিভিল সার্জন কার্যালয়ের উদ্যোগে ২০ জুন সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়ে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সভা শেষে সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা ডা. নজরুল ইসলাম সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জামালপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা

প্রশাসনের সহকারী কমিশনার মো. আসাদুজ্জামান। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন জামালপুর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) কে এম শফিকুজ্জামান, জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনিছুর রহমান, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি জামালপুর জেলা শাখার সভাপতি তানভীর আহমেদ হীরা প্রমূখ।

পুঠিয়া, রাজশাহী॥ ২০ জুন পুঠিয়া উপজেলা পরিষদ হলরুমে বস্তি উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থা এবং সুরভী মহিলা সমিতির যৌথ আয়োজনে একটি সভা আয়োজন করা হয়। পুঠিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ওলিউজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বস্তি উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক মো. হাসিনুর রহমান প্রমূখ।

এসময় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সভায় উপস্থিত সকলকে নিজ নিজ উদ্যোগে তাদের দপ্তরসমূহ ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন নিশ্চিত করার আহবান জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

আত্রাই, নওগাঁ॥ আত্রাই উপজেলার বান্দাইখাড়ায় প্রজন্ম মানবিক অধিকার উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রজন্মের আলো এবং ইস্রাফিল আলম ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শহরের রহমান স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট সংলগ্ন রোডে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন প্রজন্মের আলো সম্পাদক অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান রিজভী, প্রভাষক জাকিরুল ইসলাম প্রমূখ। কর্মসূচিতে বান্দাইখাড়া টেকনিক্যাল কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

নওগাঁ॥ সকালে সিভিল সার্জন অফিস চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় সিভিল সার্জন অফিসে মিলিত হয়। পরে সিভিল সার্জন ডা. মো. মুমিনুল হকের সভাপতিত্বে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. কামরুজ্জামান, ডেপুটি সিভিল সার্জন মনজুর-এ মুরশেদ, জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, রানি'র প্রধান নির্বাহী মো. ফজলুল হক খান প্রমুখ।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংস্থা রুরাল এ্যাসোসিয়েশন ফর

নিউট্রিশন ইমপ্রুভমেন্ট (রানি), জননী ইনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, নওগাঁ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, প্রভাতি মহিলা সমিতি কর্মসূচি আয়োজনে সহায়তা করে।

পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও॥ *আলোর পথে সংস্থার উদ্যোগে ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সহায়তায় ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ এলাকায় মানববন্ধন ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।*

দিনাজপুর॥ *দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সকালে শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা শিশু একাডেমীর সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল আলম আলোচনা সভায় প্রধান অতিথী ছিলেন।*

পোড়াদহ, কুষ্টিয়া॥ সাফ'র আয়োজনে ৩১ মে সন্ধ্যায় কুষ্টিয়ায় পুনাক ফুড পার্কে তামাক বিরোধী আলোচনা সভা ও ইফতার অনুষ্ঠিত হয়। দৌলতপুর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. ছানোয়ার আলীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক অজয় মৈত্র। সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক এর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক শিরীন আক্তার। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা

কর্মকর্তা সামছুল আলম, পরিবেশবিদ গৌতম কুমার রায়, মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. আব্দুল করিম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি মুকুল খসরু, হাজী মো. আব্দুল মালেক রানা, ডা. হারুন-অর-রশিদ, ডা. এ মান্নান প্রমূখ।

মিরপুর, কুষ্টিয়া॥ আলো সংস্থা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উদ্যোগে মিরপুর রেল ষ্টেশনে অবস্থান কর্মসূচি ও লিফলেট ক্যাম্পেইন অনষ্ঠিত হয়।

মহেশপুর॥ ঝিনাইদহের মহেশপুরে আরডিসি'র উদ্যোগে সংস্থার সভাকক্ষে তামাক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আরডিসি'র নির্বাহী প্রধান আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মহেশপুর প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক আব্দুস সেলিম, প্রভাষক মামুন হোসন, সাংবাদিক এসএম এনামুল হক দুলু, উন্নয়ন কর্মী আব্দুল হালিম চঞ্চল, হাসান আলী প্রমূখ।

ঝিনাইদহ॥ এইড ফাউন্ডেশন, জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থা এবং সুপ্র'র যৌথ আয়োজনে ২০ জুন শোভাযাত্রা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোভাযাত্রায় অংশ নেন ঝিনাইদহ জেলা সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম, এইড ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক মো. দোয়া বখশ শেখ, পদ্মার নির্বাহী পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান, 'উই' এর নির্বাহী পরিচালক শরীফা বেগম প্রমূখ। এছাড়াও তামাকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় দিনব্যাপী মাইকিং করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা॥ ২২ জুন বিকেলে চুয়াডাঙ্গার ওয়াপদাপাড়ায় প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজনে সংস্থার সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভা আনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যাশা'র নির্বাহী পরিচালক মো. বিল্লাল হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা আদর্শ সরকারী মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যাপক এসএম ইসরাফ্রিল, চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. শাহাজান আলী, প্রত্যাশা'র সমন্বয়কারী মো. সাইদুর রহমান।

প্রত্যাশা'র প্রকল্প সমন্বয়কারী শাহাব উদ্দীন আহমেদ এর উপস্থাপনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলুকদিয়া ডিপিও কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন ডিপিও কমিটির সভাপতি সুরভী সুলতানা প্রমূখ।

খুলনা॥ খুলনায় ২০ জুন সকালে কেসিসি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের নেতৃতে শহীদ হাদিস পার্ক থেকে এক বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়ে জেলা

প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে এসে শেষ হয়। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ, জেলা প্রশাসন, সিভিল সার্জন অফিস, জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি কর্মসূচি আয়োজন করে। শোভাযাত্রা শেষে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা খুলনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মো. হাবিবুল হক খান।

খুলনার জেলা প্রশাসক ও জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি

মোহাম্মদ হেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার এসএম ফজলুল রহমান ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইউসুপ আলী। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন খুলনার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম আব্দুর রাজ্জাক।

কর্মশালায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার কাজী ইভা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে খুলনা জেলা টাস্কফোর্স এবং তামাক বিরোধী জোটের কার্যক্রম ও করণীয় শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন 'সিয়াম' এর নির্বাহী পরিচালক এ্যাড. মো. মাছুম বিল্লাহ। কর্মশালায় খুলনা সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও তামাক বিরোধী সংস্থার সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ পাইকগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুলিয়া সুকায়না এবং খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ-কে তামাক বিরোধী সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

জকিগঞ্জ॥ ২০ জুন দুপুরে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং সিলেট ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস) এর আয়োজনে জকিগঞ্জে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসডিএস'র নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাজেদা রওশন শ্যামলী। এসডিএস'র উন্নয়ন কর্মী নিশিরানী চন্দ্রের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রশিক্ষক দেলোয়ার হোসেন, মমতাজ বেগম প্রমুখ।

সুনামগঞ্জ॥ সকাল সাড়ে ১০টায় বেসরকারী সংস্থা স্বপ্নডানা'র আয়োজনে ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সহযোগিতায় বুলচাঁন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে

তামাক বিরোধী ক্যাম্পেইন, লিফলেট বিতরণ ও শিক্ষার্থীদেরকে তামাক বিরোধী শপথবাক্য পাঠ করান অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নূরুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বপ্নডানার চেয়ারম্যান ও সিইও জাহাঙ্গীর আলম, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক নেতা মো. রুহুল আমিন, স্বপ্নডানা'র পরিচালক প্রভাষক মো. মাইনুদ্দীন, জহির আহমেদ ও তুষার তালুকদার।

নোয়াখালী॥ ইপসা, আবসা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উদ্যোগে

২০ জুন সকালে নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটিশোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় তামাক বিরোধী লিফলেট বিতরণ করা হয়। শোভাযাত্রা শেষে এনসিডিসি-স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহায়তায় নোয়াখালী সিভিল সার্জন অফিসের আয়োজনে সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল আলম এর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ডা. মো. মোমিনুর রহমান, নোয়াখালী সরকারী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মো. রফিক উল্ল্যাহ, পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. সেরাজুল ইসলাম, আবসা'র নির্বাহী পরিচালক মো. আবুল কাশেম প্রমূখ।

লক্ষীপুর॥ জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে ২০ জুন সকালে জেলা কালেক্টরেট ভবন প্রাঙ্গণ হতে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে লক্ষ্মীপুর শহরের

প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রা শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে লক্ষ্মীপুর জেলা সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) মো. নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ সফিউজ্জামান ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রিয়াজুল কবির, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শফিকুর রিদোয়ান আরমান শাকিল, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আশফাকুর রহমান মামুন প্রমূখ।

চাঁদপুর॥ ২০ জুন চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে শোভাযাত্রা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁদপুর জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ জামানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন চাঁদপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সাজেদা বেগম পলি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর মুজিবর রহমান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক ফরিদ আহমেদ, পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপ-পরিচালক আবু খালেদ মো. ছাইফ উল্লাহ, ডা. গোলাম কায়সার হিমেল, মুক্তিযোদ্ধা মুজিবর রহমান প্রমূখ।

চট্টগ্রাম॥ সিভিল সার্জন কার্যালয়ের উদ্যোগে ২০ জুন সকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রা উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মাশহুদুল কবীর। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. হাসান শাহরিয়ার কবির। শোভাযাত্রা শেষে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ের উদ্যোগে দুপুরে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. গোলাম মো. তৈয়ব আলী, ইপসা'র প্রোগ্রাম অফিসার মো. ওমর শাহেদ হিরো, বিটা'র প্রকল্প সমন্বয়ক প্রদীপ আচার্য প্রমুখ। সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার (এমও) ডা. মো. ওয়াজেদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেডিকেল অফিসার ডা. মো. নুরুল হায়দার। অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইপসা, বিটা, ইলমা, মমতা এবং ক্যাব।

বান্দরবান॥ ২০ জুন সকালে বান্দরবান জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ শাহিন হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. অংশৈ প্রু মারমা।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

পাবনা॥ ১৭ এপ্রিল বিকেলে পাবনা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে পাবনার পাথরতলায় জাপান টোবাকোর টেরিটোরি অফিসে অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহমুদুল হাসান জানান, জনসাধারণকে ধূমপানে উৎসাহিত করতে 'জাপান টোবাকো' অত্র এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করে কৌশলে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে,

এমন তথ্যের ভিত্তিতে পাথরতলায় কোম্পানির টেরিটোরি অফিসে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় সিগারেটের ডামি প্যাকেট, ফ্লাস কার্ড, স্টিকারসহ বিভিন্ন উপহারসামগ্রী জব্দ করা হয়। আইন লঙ্ঘনের দায়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং কোম্পানিটিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে আইন অনুযায়ী দ্বিগুণহারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হবে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় এসিডি'র তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. শাহীনুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী: ২০ মে দুপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের রাজশাহী পরিবেশক মেসার্স আবুল হোসেন কার্যালয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন লঙ্ঘণের দায়ে ঐ প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করে

রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রনী খাতুনের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানকালে কোম্পানির গুদামঘরে মজুদকৃত তামাকের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত টি-শার্ট, সাউন্ড বক্স ও টর্চ লাইট, ষ্টিকারসহ বিভিন্ন উপহারসামগ্রী জব্দ করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রনী খাতুন বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর ধারা ৫(ছ) উপ-ধারা লঙ্ঘণ করায় বিএটিবি'র পরিবেশক প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার আব্দুস সালামকে ভবিষ্যতে আইন মেনে চলার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। অভিযান পরিচালনাকালে জুডিশিয়াল মুন্সিখানার পেশকার মো. কলিম উদ্দিন, সহকারী পেশকার জামাল উদ্দিন শিকদার, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত উন্নয়ন সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি' এর প্রোগ্রাম অফিসার কৃষ্ণা রাণী বিশ্বাস ও তুহিন ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম॥ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রচার করায় চট্টগ্রামের খুলশী এলাকায় অবস্থিত 'বাস্কেট' সুপারশপকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় সুপারশপটির ভেতরে তামাক কোম্পানির ব্রান্ড প্রমোশনে ব্যবহৃত বিজ্ঞাপন ধ্বংস করা হয়। পাশাপাশি খুলশী এলাকায় অবস্থিত রেস্টুরেন্ট 'তাভা' কর্তৃপক্ষকে তাদের প্রতিষ্ঠানে "নো স্মোকিং সাইনেজ" প্রদর্শন না করায় মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়।

১১ জুন দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুরাইয়া ইয়াসমিনের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ইপসা'র উপ-পরিচালক নাছিম বানু শ্যামলী, প্রোগ্রাম অফিসার মো. ওমর শাহেদ হিরো প্রমূখ।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট **সুরাইয়া ইয়াসমিন** জানান, "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুসারে সকল প্রকার তামাক পণ্যের প্রচারণা ও মানুষ ধূমপানে উৎসাহিত হয় এমন কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত আইন অমান্য করায় করায় সুপারশপ বাস্কেটকে জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।"

জামালপুর॥ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জামালপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে (মে-জুন, ২০১৯) মাসে ধারাবাহিকভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাহিদুল ইসলাম ও ম্যাজিস্ট্রেট মো. নজরুল ইসলাম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় নের্তৃত্ব দেন। জেলা সিভিল সার্জন অফিস, জেলা পুলিশ ছাড়াও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন 'নাটাব' এর প্রতিনিধিবৃন্দ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করেন। ক্রমানুসারে এ সকল কার্যক্রমের তথ্য তুলে ধরা হলো;

৮ই মে ২০১৯ জামালপুর জেলা সদরে পুরাতন ফেরীঘাট ব্রীজ এলাকায় বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন আপসারণে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। জামালপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাহিদুল ইসলাম ও ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাহিদুল ইসলামের নের্তৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে সোহান স্টোরকে ৫০০ টাকা, কাকন স্টোরকে ১০০০ টাকা এবং মিনাল স্টোরের মালিককে ১০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামালপুর সিভিল সার্জন অফিসের জুনিয়র স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আনিছুর রহমান, নাটাব জামালপুর জেলা কমিটির সভাপতি তানভীর আহমেদ হীরা, ফিল্ড অফিসার মো. শাহিনুর রহমান প্রমূখ।

৩০ মে ২০১৯ জামালপুর জেলা সদরের পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় জামালপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাহিদুল ইসলামের নের্তৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করায় শামীম স্টোরকে ২০০০ টাকা এবং স্টেশন রোডে ইয়ামীম স্টোরকে ৩০০০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিভিন্ন দোকান থেকে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর সিভিল সার্জন অফিসের জুনিয়র স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আনিছুর রহমান, নাটাব জামালপুর জেলা কমিটির সভাপতি তানভীর আহমেদ হীরা, ফিল্ড অফিসার মো. শাহিনুর রহমান প্রমূখ।

২৪ জুন, ২০১৯ দুপুরে জামালপুরে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে ধূমপানের দায়ে ৪ জন ব্যক্তির কাছে সর্বমোট ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পাশাপাশি উপস্থিত জনতার মাঝে পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে ধূমপান হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাহিদুল ইসলামের নের্তৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর সিভিল সার্জন অফিসের জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনিছুর রহমান, প্রজেক্টশনিস্ট মো. দেলোয়ার হোসেন, ডিসি অফিসের পেশকার মো. জাহাঙ্গীর আলম, নাটাব এর ফিল্ড অফিসার মো. শাহিনুর রহমান প্রমূখ।

সিরাজগঞ্জ॥ ২৪ জুন ২০১৯ সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুর রহমান ও জাকিয়া সুলতানার নের্তৃত্বে সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি ও জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনালকে ২ লাখ টাকা করে সর্বমোট ৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় তামাকজাত পণ্যের প্রচারণায় ব্যবহৃত লিফলেট, ষ্টিকার, ব্রান্ডের রং-লোগো সম্বলিত টি-শার্টসহ বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী জব্দ করে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন 'ডিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা।

নেত্রকোনা॥ ৩০ জুন সকালে নেত্রকোনা সদর উপজেলা পৌরসভার বড় স্টেশন ও কাইলাটি মোড় এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচার করায় এ সময় ৩ জন দোকান মালিককে সর্বমোট ৮০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে নের্তৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফাইজুল ওয়াসিমা নাহাত ও মো. ইমরানুজ্জামান। এ সময় নাটাব এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের ফিল্ড অফিসার মো. আমিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

২৭ শে জুন ২০১৯ দুপুরে নেত্রকোনা সদর উপজেলার চল্লিশা বাজার এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে সালমা'র নের্তৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করায় দুজন দোকান মালিককে মোট ৬০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরালো করতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে খুলনা জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন ও প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ০২ মে ২০১৯ খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভায় সংশ্লিষ্টরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি'র বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যুগ্ম-সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী মো. খায়রুল আলম সেখ। সভায় বক্তব্য রাখেনবিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. রাশেদা সুলতানা, সিভিল সার্জন ডা. মো. আবদুর রাজ্জাক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ এমএন ওয়াসিম ফিরোজ। সভা পরিচালনা করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইউসুপ আলী। সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট প্রতিনিধি ও সিয়াম-এর নির্বাহী পরিচালক মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ।

সভায় যুগ্মসচিব মো. খায়রুল আলম সেখ বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার আইন প্রণয়ন করেছে। এ আইন বাস্তবায়নে সরকার জেলা, উপজেলা ও জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করেছে। কমিটির সভা নিয়মিতকরণের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে।

পাইকগাছা, খুলনা॥ *উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা ১৯ জুন, ২০১৯ দুপুরে পাইকগাছা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জুলিয়া সুকায়নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান গাজী মোহাম্মাদ আলী।*

বরিশাল॥ *২৮ মে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণ বরিশাল জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।*

ঝিনাইদহ॥ ১৪ মে সকালে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সম্মেলন কক্ষে তামাক বিরোধী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর হুসাইন। বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. জামিনুর রশিদ, হরিণাকুন্ডু থানার ওসি (তদন্ত) এনামুল হক, ডা. আশরাফুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, নাজমুল হুদা পলাশ, গোলাম মোস্তফা, মঞ্জরুল আলম, ছমির উদ্দীন, রাকিবুল হাসান রাসেল প্রমূখ।

উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর আব্দুল লতিফ এর সঞ্চালনায় সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ওয়ালিউর রহমান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এসএম আব্দুর রহমান, সমাজসেবা কর্মকর্তা কৌশিক খান, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন প্রমুখ।

সরিষাবাড়ী, জামালপুর॥ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনসিডিসি) এর সহায়তায় ১৪ মে জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তামাক বিরোধী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এবিএম শফিকুর রহমান সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বক্ষব্যাধি চিকিৎসক মাহমুদুল হাসান, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল হালিম, সমাজসেবা কর্মকর্তা আরিফুর রহমান, সরিষাবাড়ী প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও দৈনিক নবতান পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মো. আবুল হোসেন, পরিসংখ্যানবিদ হাবিবুর রহমান। সেমিনার পরিচালনা করেন স্বাস্থ্য পরিদর্শক মো. শাহাবুদ্দিন।

গাজীপুর॥ তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৩ জুন ২০১৯ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

গাজীপুর জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

পান-সিগারেট খেয়ে ক্লাসে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা

পান, সিগারেটসহ যে কোন তামাকজাত দ্রব্য সেবন করে শিক্ষকরা ক্লাসে যেতে পারবেন না বলে নির্দেশনা প্রদান করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। ২৪ এপ্রিল মাউশি'র পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক আবদুল মান্নান স্বাক্ষরিত পরিপত্রে বলা হয়, কিছু শিক্ষক আছেন যারা তামাকজাত দ্রব্য সেবনে আসক্ত। অনেকেই সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল সেবন করে ক্লাসে যান। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের বিরক্তি তৈরি হয় এবং মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটে। শিক্ষকরা যেন এ বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করেন এ জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের এবংজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র: ডেইলি বাংলাদেশ, ২৪ এপ্রিল, ২০১৯

তামাক পণ্যের দাম বাড়াতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিদের চিঠি

আসন্ন বাজেটে তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির মাধ্যমে দাম বাড়ানোর জন্য ৩ জুন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালকে চিঠি দিয়েছেন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিরা। চিঠিতে বলা হয়েছে, দেশে বর্তমানে পৌনে ৪ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করেন। তামাক ব্যবহারের ফলে প্রতিবছর চিকিৎসা ও উৎপাদনশীলতা হারানো বাবদ ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির ওপর তামাকের নেতিবাচক প্রভাবের কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে তামাকের ওপর বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ ও দৃঢ় করার নির্দেশ রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। তামাক পণ্যের কর কাঠামো শক্তিশালী হলে তামাক জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে যাবে এবং সরকারের শুল্ক আয়ও বৃদ্ধি পাবে। *তথ্যসূত্র: চ্যানেল আই অনলাইন, ৮ জুন, ২০১৯*

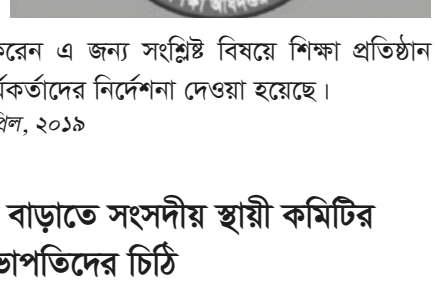

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠন আবসা'র উদ্যোগে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে রেডিয়ান্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, মেঘনা ব্যাংক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ধূমপানমুক্ত বোর্ড প্রদান করা হয়।

কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি'র অনুচ্ছেদ ৫.৩ চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা

আমিন-উল-আহসান

আমাদের আত্মতৃপ্তির জায়গা এই যে, আমরা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি সবার আগে সমর্থন করেছি। দ্রুততম সময়ে এফসিটিসি অনুস্বাক্ষর করেছি এবং সেই আলোকে আমরা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করেছি। আমাদের সন্তুষ্টির জায়গা এটা যে, আমরা আইনের অধিকতর বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করেছি। আইন বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালে বিধিমালাও প্রণয়ন করেছি। এছাড়া তামাকজাত পণ্যের মোড়ক এবং এর ৫০ শতাংশ জায়গা জুড়ে ছবিযুক্ত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মূদ্রণ করা হয়েছে। তামাকজাত দ্রব্যে ১% হারে সারচার্জ আরোপ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি পাশ করা হয়েছে।

এছাড়াও সরকারের সপ্ত-পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা এবং অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাল্টিসেক্টোরাল এ্যাকশন প্ল্যানে তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে আইন ও বিধি প্রণয়ন ঠিক মতোই এগিয়েছে। কিন্তু, জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর তামাক নিয়ন্ত্রণ ম্যালেরিয়া কিংবা পোলিও নির্মূলের মতো সহজ কোনো কাজ নয়! ম্যালেরিয়া জীবাণুর কোন অর্থনীতি নাই কিন্তু, তামাকের অর্থনীতি আছে। ম্যালেরিয়া জীবাণুর কোন পক্ষ কিংবা কোন সংগঠন নাই কিন্তু, তামাকের একটা পক্ষ আছে, সংগঠন আছে আর সেই পক্ষ এবং সেই সংগঠন অনেক শক্তিশালী। কাজেই তামাক নিয়ন্ত্রণের কৌশলপত্র অন্য যে কোন রোগ নিয়ন্ত্রণের কৌশলপত্রের মত সরল রৈখিক নয়।

একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই তামাক কোম্পানির উদ্দেশ্য 'মুনাফা অর্জন'। কাজেই তামাক কোম্পানিসমূহের স্বার্থ আর জনগনের স্বাস্থ্য রক্ষায় যারা তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন তাদের স্বার্থ কখনোই কোন দিন কোন একটি বিন্দুতে মিলবে না বরং এই দুই পক্ষের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক। এই সমীকরণটি তামাক নিয়ন্ত্রণকে অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। একদিকে তামাক একটি বৈধ পণ্য, অর্থাৎ- তামাকের ব্যবসা নিষিদ্ধ নয়। অন্যদিকে, এই তামাকের ব্যবসা প্রসারের সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রশ্ন চলে আসে, তাহলে তামাক নিয়ন্ত্রণ হবে কিভাবে? তামাক কোম্পানি আর যারা তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন তাদের সাথে সম্পর্ক কিভাবে নির্ধারিত হবে? এই বিষয়গুলোকে সহজ করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গ্রহিত তামাক নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক চুক্তি এফসিটিসি'র (ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল) অনুচ্ছেদ ৫.৩। এফসিটিসি'র ৫.৩ অনুচ্ছেদ জনস্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য দেশের আইনকে তামাক কোম্পানির আগ্রাসন থেকে বাঁচানোর 'রক্ষাকবচ'। এই অনুচ্ছেদের মূল কথা হলো "প্রতিটি দেশ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রহীত নীতি এবং আইনকে তামাক কোম্পানির বাণিজ্যিক এবং কায়েমী স্বার্থ থেকে রক্ষা করবে।" এর মূল লক্ষ্য হলো তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে রাষ্ট্রসমূহকে সহযোগিতা প্রদান করা।

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩-তে বলা হয়েছে, এতে সমর্থনকারী রাষ্ট্রসমূহ তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিতে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং যে সকল ক্ষেত্রে যোগাযোগ করা হবে তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। তামাক কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্ব বা শর্তহীন অপ্রয়োগযোগ্য চুক্তি করবে না, তামাক কোম্পানি কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যের স্বচ্ছতা ও সত্যতা নিশ্চিত করবে এবং তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করবে। এছাড়াও আরো কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এ অনুচ্ছেদে।

তবে অনুচ্ছেদটি বাস্তবায়নে চারটি নীতি নির্ধারণী বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ;

১. জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতি ও তামাক কোম্পানির স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী; এ দুয়ের মাঝে মৌলিক দ্বন্দ্ব কখনো মীমাংসা যোগ্য নয়।

২. জনস্বার্থে তামাক নিয়ন্ত্রণ কোম্পানির সাথে সরকারের সকল ধরনের যোগাযোগ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হতে হবে।

৩. তামাক কোম্পানি এবং এর স্বার্থ নিয়ে যারা কাজ করে তাদের কার্যক্রম সরকারের নিকট জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ হতে হবে।

৪. যেহেতু তামাক কোম্পানি মরণঘাতি পণ্য উৎপাদন করে কাজেই তামাক কোম্পানিকে তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার কোন ধরনের সুবিধা দিবে না।

আক্ষেপের বিষয় হলো, মন্ত্রণালয় এবং মাঠ পর্যায়ে অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা কিংবা বেসরকারি জনস্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে এফসিটিসি'র এই গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই। তাছাড়া এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোন গাইডলাইন প্রণীত হয়নি।

তামাক নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কাজেই কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নীতি নির্ধারণের সকল ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদটির উপযুক্ত চর্চা ও এ সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ণের অপরিহার্যতা রয়েছে। পাশাপাশি এফসিটিসি'র অধিক বাস্তবায়নে সরকারী-বেসরকারীগুলো তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য 'কোড অব কন্ডাক্ট' প্রণয়ন করতে পারে। এখনই তার উপযুক্ত সময়।

লেখক: পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ৯০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের প্রয়োজনীয়তা

ফারহানা জামান লিজা

প্রারম্ভিক: বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জন' শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকার'স সামিট এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সরকার ও তামাক বিরোধী সংগঠন গুলো তামাক নিয়ন্ত্রনে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। তামাক ব্যবহারের ফলে বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৬ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। তামাক ব্যবহারের ক্ষতি এতটাই মারাত্মক যে, তা গর্ভের সন্তানের মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে বাংলাদেশ প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা বা ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ১.৪ শতাংশ। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ ধূমপানের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগে মারা যায়[১] এবং ৩ লক্ষ ৮২ হাজার মানুষ তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে[২]। এছাড়া ১৫ লাখের অধিক প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ তামাক সেবনের কারণে এবং ৬১ হাজারের অধিক শিশু পরোক্ষ ধুমপানের প্রভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে দেশে প্রায় ৪ কোটি ২০লক্ষ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। ২০১৮ সালে তামাকের কারণে মৃত্যুর হার দেশের মোট মৃত্যুর ১৩.৫ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে ২ কোটি ২০ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ (মোট জনসংখ্যার ২০.৬% মানুষ) ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য ব্যবহার করেন। যার মধ্যে ১৬.২% পুরুষ এবং ২৪.৮% মহিলা[৩]। ধূমপানের ধোঁয়াতে প্রায় ৭ হাজার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির জন্যে দায়ী এবং এর মধ্যে ৭০টি রাসায়নিক পদার্থ সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী: কথায় আছে, একটি ছবি হাজার কথা বলে। যে দেশে যত বড় ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হয়, সেই দেশে তামাকের ব্যবহার দ্রুত কমছে এবং সেদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণে তত বেশি এগিয়ে। এফসিটিসি (ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল) এর আর্টিকেল ১১তে সর্বপ্রথম সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রণয়ন করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার MPOWER পলিসি প্যাকেজ এর W= Warn about the danger of tobacco সেকশনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী নিয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ সংশোধন করেছে এবং ২০১৫ সালে সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। সংশোধিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ হতে সকল সকল তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়িত হয়।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রয়োজনীয়তা: সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামাক সেবনের কারনে সৃষ্ট রোগ সম্পর্কে সচেতন করে। তামাক নিয়ন্ত্রণে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী একটি অন্যতম কার্যকর পন্থা। গবেষণায় দেখা যায়, একজন ধূমপায়ী প্রতিদিন প্রায় ২০ বার এবং বছরে প্রায় ৭৩০০ বার সিগারেটের প্যাকেট দেখে থাকে। ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ধূমপায়ীদের ধূমপান ত্যাগে এবং অধূমপায়ীদের ধূমপান শুরু করতে নিরুৎসাহিত করে। হেল্‌থ প্রমোশন ফাউন্ডেশন কতৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ২০০৪ সালে সিঙ্গাপুরে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করার পর থেকে সেখানে ২৮% ধূমপায়ী ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে, ১৪% ধূমপায়ী শিশুদের সামনে এবং ১২% ধূমপায়ী গর্ভবতী নারীদের সামনে ধূমপান করা থেকে বিরত থেকেছে। ব্রাজিল ২০০২ সালে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৩৬% ধূমপায়ীকে ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সরকার প্রতি ২ বছর পর পর সতর্কবাণী পূণ:মুল্যায়ন ও পরিবর্তন করতে পারবে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী কেমন হওয়া উচিৎ: এফসিটিসি আর্টিকেল ১১ মোতাবেক সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৫০ শতাংশ এর বেশি জায়গা জুড়ে থাকা জরুরী। কারন বড় ছবি বেশি দৃষ্টিগোচর হয় এবং পরিষ্কার বোঝা যায়। তাছাড়া এটি অবশ্যই মোড়কের প্রধান স্থানে থাকা উচিত যাতে করে সহজে পরিলক্ষিত হয়। সাথে সাথে লিখিত সাস্থ্য সতর্কবাণী ও বড় অক্ষরে দেওয়া উচিত। এতে করে তামাক কোম্পানির ব্রান্ড প্রমোশনের হারও কমে যায়।

বাংলাদেশের আইনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীঃ বাংলাদেশের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩) এর ধারা ১০ অনুযায়ী, "তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট , মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তল বা যে সকল প্যাকেটে দুইটি প্রধান পার্শ্বদেশ নাই সেই সকল প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনূন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমান স্থান জুড়িয়া তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে, রঙ্গিন ছবি ও লেখা সম্বলিত, স্বাস্থ্য সম্পকিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলায় মূদ্রণ করিতে হইবে।" এ আইনের বিধিমালায় (২০১৫) ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যের জন্য ৭টি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের জন্য ২টি সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিধিমালা অনুযায়ী প্রদত্ত এই ৯টি ছবি তিন মাস পর পর পরিবর্তন করতে হবে। এবং সরকার প্রতি ২ বছর পরপর এই ছবিসহ সতর্কবাণী পূণমূল্যায়ন ও পরিবর্তন করবে।

বাংলাদেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর অবস্থা: টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একটি গবেষনা কেন্দ্র, যা তামাক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে কাজ করে চলেছে। টিসিআরসি ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রনয়ণের পর হতেই সারা দেশ হতে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের পরিস্থিতি নিরুপনের জন্য তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জরিপ পরিচালনা করে আসছে এবং গবেষণার ফলাফল নিয়মিতভাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করে আসছে।

টিসিআরসির গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তামাক কোম্পানিগুলো মোড়কের ৫০% এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করছে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ কোম্পানিগুলো এ বিষয়ে সতর্ক। তারা জানে যে, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামাক ব্যবহারকারীদের সতর্ক করার ক্ষেত্রে এবং মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে দ্রুত কাজ করবে। তাই সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবানী মুদ্রণে তামাক কোম্পানিগুলো প্রথম থেকেই গড়িমসি করে আসছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন টালবাহানা ও তদবিরের মাধ্যমে তারা আইন অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতকর্বানী মোড়কের উপরে না দিয়ে নিচে প্রদান করছে। অর্ন্তবর্তীকালীন এ নির্দেশনা দীর্ঘ ৩ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হবার পরও বহাল রয়েছে।

বাংলাদেশ ২০১৬ সাল হতে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করছে কিন্তু, বাংলাদেশ এফসিটিসি (ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল) স্বাক্ষরকারী ১ম দেশ হওয়া সত্তেও বাংলাদেশে মাত্র ৫০ শতাংশ সচিত্র সতর্কবাণী প্রদান করা হয়। যদিও টিসিআরসির গবেষণায় দেখা গেছে ৮৮ শতাংশ তামাকপণ্যেই আইন অনুযায়ী ছবি প্রদান করা হচ্ছে

না। যেখানে নেপাল ও ভারত সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানে বাংলাদেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে, সেখানে এফসিটিসিতে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর এহেন অবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে বাংলাদেশের ভাবধারা ক্ষুণ্ন করছে। তাই জনস্বার্থ বিবেচনায় বাংলাদেশের তামাকজাত মোড়কের ৯০ শতাংশ এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ একান্ত প্রয়োজন।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী- বৈশ্বিক অবস্থা: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তামাকজাত দব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হয়। কানাডিয়ান ক্যান্সার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট (২০১৬)-এর তথ্যানুযায়ী ১০৫টি দেশে ইতিমধ্যে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রয়োগ হচ্ছে। যার মাধ্যমে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫৮ ভাগ মানুষ সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর আওতায় এসেছে। এর মধ্যে আফ্রিকান অঞ্চলের কেনিয়া, নামিবিয়া, মাদাগাসকার-সহ মোট ৬টি, আমেরিকান অঞ্চলের কানাডা, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলসহ মোট ১৮টি, মধ্যপ্রাচ্যের ইরান, বাহরাইন, কাতারসহ মোট ১৩টি, এশিয়া অঞ্চলের বাংলাদেশ, ভারত, নেপালসহ মোট ৭টি, ইউরোপিয়ান অঞ্চলের আরমেনিয়া,অস্ট্রিয়া, বেলজিয়ামসহ মোট ৪২টি এবং পশিচামাঞ্চলের অস্ট্রেলিয়া, চীন, ভিয়েতনামসহ মোট ১৯টি দেশের সমন্নয়ে মোট ১০৫টি দেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করছে।

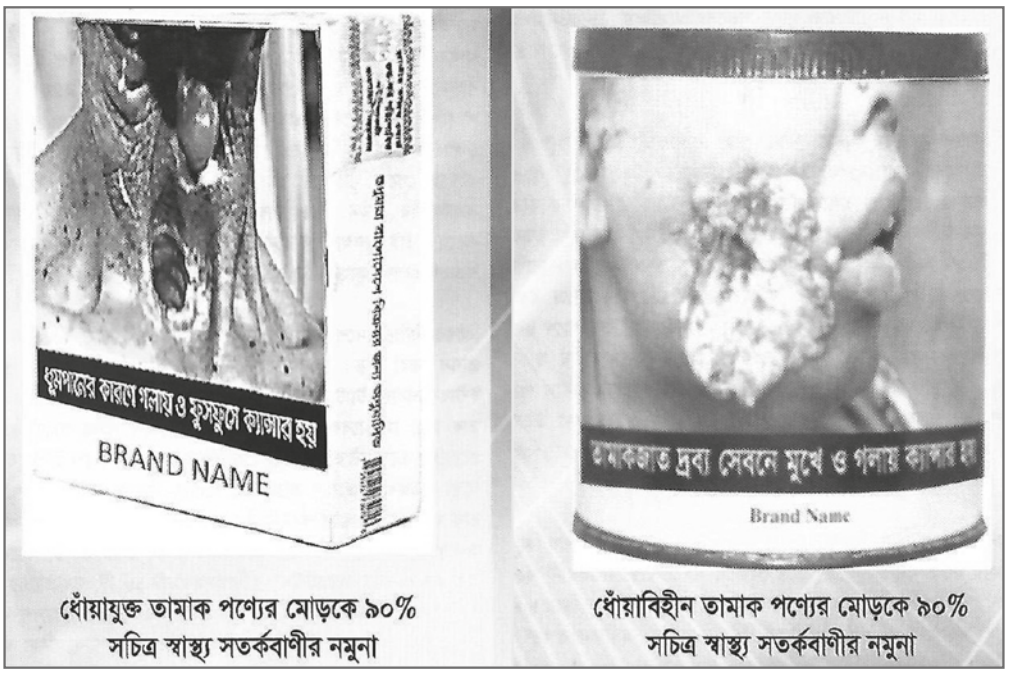

ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যের মোড়কে ৯০% সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর নমুনা

ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের মোড়কে ৯০% সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর নমুনা

বিশ্বে বড় আকারে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানকারী দেশসমূহ: ২০০১ সালে সর্বপ্রথম কানাডা তাদের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করেছে।

বর্তমানে নেপাল তামাকজাত পন্যের মোড়কের উভয় পাশে ২০১৫ সাল থেকে ৯০ শতাংশ এলাকাজুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে। ভানুয়াতু তামাকপন্যের মোড়কের উভয় পাশে ২০১৭ সাল থেকে ৯০ শতাংশ এলাকাজুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। পাশাপাশি ভারত এবং থাইল্যান্ড যথাক্রমে ২০১৬ এবং ২০১৪ থেকে মোড়কের উভয় পাশে ৮৫ শতাংশ এলাকাজুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এছাড়াও পর্যায়ক্রমিকভাবে অস্ট্রেলিয়ায় তামাকপন্যের সামনে ৭৫ শতাংশ এবং পেছনে ৯০ শতাংশ; শ্রীলংকা ও উরূগুয়ে মোড়কের উভয় পাশে ৮০ শতাংশ; ব্রুনেই, কানাডা, লাও পিডিআর ও মায়ানমার মোড়কের উভয় পাশে ৭৫ শতাংশ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করছে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বৃদ্ধিকারী দেশসমূহ: ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট ২০১৪ এবং ২০১৬ এর মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, গড়ে নেপালে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৭৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯০ শতাংশ, ভারতে ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮৫ শতাংশ (বিশ্ব তালিকায় ১৩৬তম থেকে উন্নীত করে ৩য়), মায়ানমারে শুরু থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ, লাও পিডিআরে ৩০ শতাংশ লিখিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী থেকে ৭৫ শতাংশ সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী, উরুগুয়েতে ৮০ শতাংশ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মোট ২৮ টি দেশে নতুন করে তামাকপন্যের মোড়কের উভয় পাশে ৬৫ শতাংশ এবং ২২ টি দেশে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের মধ্যে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী অন্তর্ভুক্তিকরন-সহ আদর্শ মোড়কীকরনে ব্যপক পরিবর্তন।

বাংলাদেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করার প্রয়োজনীয়তা: বাংলাদেশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রনের ১৮ মাস পর টিসিআরসি'র আরেকটি গবেষণায় উঠে আসে, তামাকপণ্যের মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর পরিমাণ ছোট হওয়ায় এবং বিড়ি ও চর্বনযোগ্য তামাকের প্যাকেটের সাইজের ভিন্নতাসহ বিভিন্ন কৌশলের কারণে তা তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে যতটা প্রভাব ফেলার কথা তা ফেলতে ব্যর্থ হচ্ছে।

ফলে সরকারের আইন প্রনয়েনর মূল লক্ষ্য ব্যহত হচ্ছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলোর ধূর্ততা ও অপকৌশল মানুষকে দিনদিন শুধু মৃত্যুর মুখেই ঠিলে দিচ্ছে।

আদমশুমারি (পপুলেশন সেনসাস)- ২০১১ এর তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষই (৪৯ শতাংশ) অশিক্ষিত। যাদের লিখিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বোধগম্য হয়না। কিন্তু, এই শ্রেনীর মানুষের মধ্যেই তামাক সেবনের প্রবনতা সব থেকে বেশি। সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তাদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

এছাড়া কোম্পানিগুলো সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের ঠিক আগে থেকেই ছবি উপরে বা নিচে দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে আসছে। ৯০% সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী এর স্থায়ী সমাধান হতে পারে। এসব দিক বিবেচনা করলে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হলো, মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর পরিধি বৃদ্ধি করা। যা এখনই করা আবশ্যক হয়ে উঠেছে। সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ করা এখন সময়ের দাবী।

লেখক: গবেষণা সহকারী ও প্রকল্প কর্মকর্তা, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

তথ্যসূত্র:

[১]দি টোব্যাকো এ্যাটলাস (The Tobacco ATLAS, 16th Edition)

[২]বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

[৩]গ্লোবাল এ্যাডাল্ট ট্যোবাকো সার্ভে, ২০১৭ (GATS 2017)

তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রসংশনীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস সম্মাননা' গ্রহণ

আবু রায়হান॥ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে প্রসংশনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ এ বছর সংগঠন পর্যায়ে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটকে "বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস সম্মাননা -২০১৯" প্রদান করা হয়েছে।

২০ জুন ২০১৯ বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সচিব মো. আসাদুল ইসলাম বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উপদেষ্টা মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু'র হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। এছাড়াও এবছর তামাক নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি ক্যাটাগরীতে পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ এবং নীলফামারী তামাক নিয়ন্ত্রণ জেলা টাস্কফোর্স কমিটি।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট সারাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত ৭ শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্ল্যাটফর্ম। ১৯৯৯ সাল থেকে সহযোগী সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বেগবান করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে জোট।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষর, র‍্যাটিফিকেশন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধনসহ এবং আইন বাস্তবায়ন প্রতিটি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে ২০০৭ সালে টাস্কফোর্স কমিটি গঠনের পর তামাক নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী সংগঠনের সম্মিলিত মঞ্চ হিসাবে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট সরকারের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে এবং অদ্যাবদি করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ তামাক বিরোধী কার্যক্রমের তথ্যচিত্র তুলে ধরে ত্রৈমাসিক পত্রিকা "সমস্বর" প্রকাশ করে আসছে। জোট তার মূখপত্রে তামাক বিরোধী কার্যক্রমের সংবাদ তুলে ধরতে চায়। আপনার সংগঠনের তামাক বিরোধী কার্যক্রমের সংবাদ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সচিবালয় (১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭ ইমেইল infobatabd@gmail.com) বরাবর প্রেরণ করুন।

তামাকজাত দ্রব্যে কর বৃদ্ধি কার্যক্রমে আগাম প্রস্তুতি নিতে হবে

-মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্য সচিব মো. আসাদুল ইসলাম

হামিদুল ইসলাম হিল্লোল॥ মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবছর কর বৃদ্ধির বিষয়টি হালনাগাদ করতে হয় বিধায়, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধিতে আগামী বছরের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অর্থনীতি বিভাগসহ যারা তামাক কর নিয়ে কাজ করছে তাদের সকলের সহযোগিতা নিয়ে আরো বেশী বাস্তবভিত্তিক কাজ করতে পারি। এক্ষেত্রে সারাবিশ্বে তামাক কর নিয়ে যারা দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করছে তাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা, পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে নিজেদের প্রস্তাব তৈরী করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এবং সেখান থেকে অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে পারি। ২৭ এপ্রিল, ২০১৯ রাজধানীর ফার্স হোটেল এন্ড রিসোর্টে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, অর্থনৈতিক গবেষনা ব্যুরো ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট সম্মিলিতভাবে "বাংলাদেশে তামাকের উপর করারোপ; জনস্বাস্থ্য প্রেক্ষিত" শীর্ষক এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও অর্থনৈতিক গবেষনা ব্যুরো এর ফোকাল পার্সন ড. রুমানা হক এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী মো. খায়রুল আলম সেখ।

এছাড়াও স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর হেড অব প্রোগ্রামস্ মো. শফিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অব:) মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিয়ন এর কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম প্রমূখ সভায় বক্তব্য রাখেন।

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd